বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অগ্রগতির তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

গত ০৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বারটান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ/ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)
(১৬)	সকল সরকারি শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;	বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২২৪ (দুইশত চব্বিশ) টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৭ জন কর্মরত আছে এবং ২২টি পদ (১০%) সংরক্ষিত। ফলে ১১৫টি পদ শূন্য আছে।

০২ জুলাই ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বারটান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ/ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)
০১।	জঙ্গিবাদ দমন এবং মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;	জঙ্গিবাদ দমন এবং মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে বারটানের সংশ্লিষ্টতা নেই। বারটান কর্তৃক আয়োজিত মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে জঙ্গিবাদ ও মাদক ব্যবসার কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
	সরকারি কর্মচারি হিসেবে নয়; দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে;	সরকারি কর্মচারি হিসেবে নয়; বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসেবে জনকল্যাণমূলক সকল কাজে নিয়োজিত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

শূন্য পদ পূরণ সম্পর্কিত তথ্যের প্রতিবেদন

'ছক-১'

অধিনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা (কর্মকর্তা-কর্মচারী)				কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা				শূন্যপদের সংখ্যা (কর্মকর্তা-কর্মচারী)				সর্বমোট জনবল সংখ্যা		
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)	৭৭	৩৯	৭৮	৩০	৩৩	১২	৪০	২	৪৪	২৭	৩৮	২৮	২২৪	৮৭	১৩৭
সর্বমোট :	৭৭	৩৯	৭৮	৩০	৩৩	১২	৪০	২	৪৪	২৭	৩৮	২৮	২২৪	৮৭	১৩৭

পাদটীকাঃ বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২২৪ (দুইশত চব্বিশ) টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৭জন কর্মরত আছে এবং ২২টি পদ (১০%) সংরক্ষিত। ফলে ১১৫টি পদ শূন্য আছে।

ই-নথি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আগষ্ট ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ সময়ের তথ্য)

'ছক-২'

শাখা/অধিশাখার সংখ্যা	মোট নোট নিষ্পন্নের সংখ্যা	ডাক থেকে সৃজিত নোট	স্ব-উদ্যোগে নোটে নিষ্পন্ন	পত্রজারি	মোট ডাকের সংখ্যা	মোট অনিষ্পন্ন ডাক	সকল ডাক ই-নথিতে আপলোড করা হয় কি না?
৩৩	৩০৫৩	৪৭৭৬	১৫৪৫	৩২২১	১০৪৭৬	৫৯৪	না

গত ০৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বারটান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ/ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩
১৩।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীনস্থ দপ্তর সংস্থা-সমূহের শূন্য পদ পূরণ করতে হবে;	বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২২৪ (দুইশত চব্বিশ) টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৮৭ জন কর্মরত আছে এবং ২২টি পদ (১০%) সংরক্ষিত। ফলে ১১৫টি পদ শূন্য আছে।
১৪।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন যে সকল দপ্তর/সংস্থা/মাঠপর্যায়ের অফিসে ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়নি সে সকল দপ্তরে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করতে হবে;	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে।
১৫।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের পরিবর্তে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম কে প্রাধান্য দিয়ে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিশ্চিত করতে হবে;	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
১৬।	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন ও নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;	তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
১৭।	সুশাসন নিশ্চিত করতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে;	সুশাসন নিশ্চিতকল্পে অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১-৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হচ্ছে।